দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 03 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষা প্রতারণা বন্ধ করুন

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগের কথা বলে একটি সংঘবদ্ধ চক্র বেশ কিছুদিন থেকে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রদের প্রতারণা করে চলেছে। গত রবিবার এমনি একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠে। খবরে বলা হয়েছে, সাইপ্রাসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হবার পাশাপাশি এসব শিক্ষার্থীর পরিবার আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সাইপ্রাস ফেরত কয়েকজন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে ও কানকথায় বিশ্বাস করে সাইপ্রাস না যাওয়ার জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছুদের পরামর্শ দিয়েছে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান বিদেশের তুলনায় নিচু বলে সাধারণত শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে অধীর হয়ে ওঠে। সে জন্য তারা পূর্বাপর কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তাদের আরও উস্কে দেয় চটকদার বিজ্ঞাপন ও অপরের কাছে শোনা অসত্য কথা। অথচ উচ্চশিক্ষার জন্য সাইপ্রাস মোটেও উপযুক্ত দেশ নয়। তা ছাড়া সাইপ্রাসের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেটের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে জানা গেছে। কয়েকটি এডুকেশন কনসালটেন্সি ফার্ম মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে সাইপ্রাসে ছাত্র পাঠাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সব মিথ্যা তথ্যের মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাস্য নানা সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস। আর এই আশ্বাস দিয়ে তারা ছাত্রপ্রতি দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। ফলে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সাইপ্রাসে গিয়ে শিক্ষার্থীরা সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছে।

চটকদার যেসব বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তার মধ্যে পার্টটাইম চাকরি, আমেরিকা ও ব্রিটেনসহ উন্নত দেশে ক্রেডিট ট্রান্সফার, বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, ইন্টার্নি এ্যালাউন্সসহ আরও অনেক সুযোগের কথা থাকে। কিন্তু এসব মিথ্যা কথা। সাইপ্রাসে পার্টটাইম চাকরি পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

শুধু সাইপ্রাস নয়, আরও অনেক দেশে একই পদ্ধতিতে এজেন্টরা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহীদের পাঠিয়ে থাকে। ফিলিপিন্স, রাশিয়া, ইউক্রেন, বাইলোরাশিয়া, ভারত ইত্যাদি দেশেও উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের পাঠানো হয় বলে গত ১৭ মার্চ একটি পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরে আরও বলা হয়েছে, এসব দেশের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের পাঠানো হয় সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই নিম্নমানের।

শুধু উচ্চশিক্ষাই নয়, বিদেশের স্কুলগুলোতেও বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য রীতিমতো হান্টিং পর্ব শুরু হয় প্রতিবছর। কিছুদিন আগে দৈনিক জনকণ্ঠে এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, দার্জিলিংয়ের স্কুল ব্যবসায়ীরা 'স্টুডেন্ট হান্টিং'-এ ঢাকায় এসে স্কুলের ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছাত্র সংগ্রহ করেছে। বিভিন্ন স্কুলের প্রিন্সিপাল, ডিরেক্টর ও শিক্ষকরা এসে নামী-দামী হোটেলে থেকে এই অভিযান চালায়। এরা নানাভাবে ছাত্র-অভিভাবকদের প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালায় এবং সফলও হয়। ঢাকায় ভাল স্কুলের অভাব, রাস্তাঘাটে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তাহীনতা এবং ভাল ইংরেজী শেখানোর জন্য অভিভাবকদের ব্যাকুলতাই তাদের সফল হবার মূল কারণ। উল্লেখ্য, শুধু ঢাকায় এসেই নয় দার্জিলিংয়ে বসেও তারা তাদের হান্টিং কাজ করে থাকে এখানকার 'স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে। এ স্কুলগুলোতে মাত্র নয় মাস পড়াশোনার জন্য ৩৮ হাজার ৫০ রুপী জমা দিতে হয়। এ সব স্কুলের মান যে খুব উন্নত সে কথা বলা যাবে না। তবু বিদেশী স্কুলে পড়ানোর মোহে দেশের একশ্রেণীর অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের ঐ সব স্কুলে পাঠিয়ে দেন। এ জন্য বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, বিশ্বব্যাংক থেকে কিছুদিন আগে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের শিক্ষা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নয়। বিভিন্ন পত্রিকায় সেই খবর বেরিয়েছে। মনে হয় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা বিশ্বব্যাংকের এই ভাষ্যেও খানিকটা প্রভাবিত হয়ে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। এভাবে প্রভাবিত হওয়া অর্থহীন ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

আমরা বলব, যেসব কনসালটেন্সি বা এজেন্ট ভুয়া তথ্যসহ বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং অসত্য কথা বলে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছুদের বিদেশে পাঠিয়ে দুর্দশা ও দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এরা অত্যন্ত জঘন্য ধরনের অপরাধ করে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসাবে বাংলাদেশী শিশুদের যারা পাচার করছে তাদের চেয়ে এদের অপরাধ কম জঘন্য নয়।